দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

জনদর্শন: প্রত্যয়, প্রকৃতি ও বাংলাদেশে এর চর্চার অভিমুখ

মোঃ মাসুদ আলম*

সারসংক্ষেপ

জনদর্শন দর্শনের এমন একটি ধারা যেখানে স্থানিক ও সময়কেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে দার্শনিক ও সাধারণ মানুষ দর্শনালোচনায় অংশগ্রহণ করে, বাস্তব কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজতে চায়, এবং জননীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। এ ধারার দর্শন চর্চা দার্শনিকতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গভীর হয়। জন সম্পৃক্ততা ও জন মানুষের চেতনাগত বোধ এ ধরনের দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দার্শনিকগণ প্রাসঙ্গিক জ্ঞানগত বোধের ক্ষেত্র তৈরি করেন, যৌক্তিক বিন্যাস উপস্থাপন করেন, এবং সমকালীন সামাজিক সমস্যা বা আলোচিত বিষয়ের উপর মৌলিক ধারণা তুলে ধরেন। সাধারণ মানুষ তাদের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক বোধের আলোকে নিজস্ব (indigenous) চিন্তাকল্প তুলে ধরে। ফলে দর্শনের তাত্ত্বিক কাঠামো ও জনমানুষের অংশগ্রহণমূলক মতামতের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আলোচিত সমস্যার একটি যৌক্তিক সমাধান বের হয়ে আসে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়, প্রকৃতি-সমাজ-প্রতিবেশকেন্দ্রিক সঙ্কট, রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক জীবন, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, অর্থনীতি-অভিজ্ঞতা-প্রেক্ষাপট সকল কিছুই এখানে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। জনদর্শন হলো জনজীবনের সাথে সম্পর্কিত সমকালীন একটি দার্শনিক রীতি ও শৈলী। তবে জনদর্শনের সাথে রাষ্ট্রদর্শন ও ব্যবহারিক দর্শনের মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে জনদর্শন চর্চার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন নাগরিক সক্রিয়তা, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা, ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

ভূমিকা

দর্শনের অনুধ্যানী চিন্তা ও সাধারণ জনমানুষের সামষ্টিক চেতনাগত বোধের মধ্যে একটি অন্তর্গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার উৎসমূল খুঁজে পাওয়া যায় এবং সাধারণ জনমানুষের অসাধারণ সামষ্টিক বোধের সুনির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিত করা যায় না– এই

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা, সংযুক্ত: আলেকান্দা সরকারি কলেজ, বরিশাল

দুই ভিন্নমুখী চিন্তনকর্মের মধ্যে একটি অভিন্ন, শৃঙ্খলিত ও সম্পর্কিত ক্ষেত্র রয়েছে। ফলে এই দুই ধরনের জ্ঞান কাঠামোর মধ্যে একে অপরকে প্রভাবিত করার, যৌক্তিক ভিত্তি অনুসন্ধান করার এবং সমন্বিতভাবে জগৎ ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত মৌল সমস্যার সমাধানের কৌশল খুঁজে দেখার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে জনদর্শন (Public Philosophy) এমন একটি অধিক্ষেত্র যেখানে মানব অভিজ্ঞতার স্থানিক ও সময়কেন্দ্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে উদ্ভূত নানামুখী সমস্যার উত্তরণ শৈলী অনুসন্ধান করা যায়। দর্শন কেবল ভাববিলাস বা জ্ঞানের তাত্ত্বিক চর্চা নয়; সমস্যাসঙ্কুল ও রূঢ় বাস্তব পৃথিবীতে মানুষের জন্য সুষ্ঠু, নিরাপদ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত করার কৌশল। দর্শনের সমকালীন বিকাশ হিসেবে জনদর্শন জীবন ও জগৎ সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যার রূপ-স্বরূপ ও সমাধান বের করার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে দেশ-কালবোধের আলোকে সমকালীন চেতনা-কাঠামোকে অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে জনদর্শনের সংজ্ঞার্থ, প্রকৃতি, বিকাশ, জন সম্পৃক্ত বিষয়ের সাথে জনদর্শনের সম্পর্ক, জনদর্শন চর্চার প্রয়োজনীয়তা, এবং বাংলাদেশে এ ধরনের দর্শন চর্চার গতিধারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে।

জনদর্শন: প্রত্যয় ও প্রকৃতি

দর্শন একদিকে মানুষের সামষ্টিক বোধের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপক ধারণাগত বিষয় এবং বিশ্বজগতের একটা অখণ্ড ঐক্যের ধারণা নিয়ে আলোচনা করে, অন্যদিকে সকল মানুষ দর্শনের বিচারমূলক অনুধ্যানী চিন্তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে না। দর্শন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাদামাটা ধারণা বা সরল সমীকরণ নয়; বরং দৈনন্দিন সহজ-সরল ধারণার 'বাইরে'র নিগূঢ় বিচার-বিশ্লেষণী আলোচনার পদ্ধতি। তবে তা আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, যুক্তি-চিন্তন ও বোধ সংশ্লিষ্ট। যখন জীবনের মৌলিক প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং সরলরৈখিক ধারণা গঠন কার্যকর হয় না; তখনই গভীর অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। মৌলিক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান যখন অপরিহার্য হয়ে ওঠে তখনই প্রচলিত চিন্তা-কাঠামোর বাইরে গিয়ে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে আবেগীয় সীমাবদ্ধতাকে পরিহার এবং বুদ্ধি, বোধ, প্রজ্ঞা ও জীবনের জটিল জৈবগণিত ব্যবহার করতে হয়। দার্শনিক গভীরতার জন্য প্রাত্যহিক জীবন চর্চার 'বাইরে' গিয়ে মনন চর্চার প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থাৎ দার্শনিক চর্চার সাথে সম্পৃক্ত হতে হলে বোধগত জটিলতার (understandable difficulties) সম্মুখীন হতে হয়।

তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দর্শন কেবল প্রাতিষ্ঠানিক বা অভিজাত শ্রেণির চর্চার বিষয় কি-না? বিষয়টি মোটেই সে রকম নয়। দর্শন জীবনের বাস্তবতা বিবর্জিত কোনো বিষয় নয়। একজন দার্শনিক হলেন একজন জন বুদ্ধিজীবী যিনি জন সম্পৃক্ত

বিষয়ে প্রতিবেদন, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করলে তা হয় যুক্তিপূর্ণ, বিশ্লেষণমূলক, টেকসই ও মৌলিক। এক্ষেত্রে একজন দার্শনিকের উপস্থাপনা এমন হয় যে তিনি একজন উপস্থাপন সমন্বয়কারী। দর্শন যদি কেবল অভিজাত শ্রেণির বিষয় হয় তবে তা এমন উচ্চমার্গীয় বিষয় যা সমাজের সকল প্রথানুগ বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহলে তা সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ও বুদ্ধিহীন একটি বিষয় হবে। সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ও বুদ্ধিগত চিন্তন না হলে তা সম্পূর্ণ অলীক একটি বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু দর্শনের মতো একটি জ্ঞানশাখা তা হতে পারে না। প্রতিটি সমাজের কিছু প্রজ্ঞাবান মানুষ জীবনের কঠিন বাস্তবতায় অস্তিত্বের সংকট ও গভীরতা অনুধাবন করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য আপাত অধিক বুদ্ধিমান লোকও দর্শন বোধশূন্য হতে পারে। দর্শন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সকলের বোধ থেকে উৎসারিত এবং কিছু মানুষ এটা অনুধাবন করতে পারে না– দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে এমন দুই আপাত বিরোধী ধারণার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে জনদর্শন। এটা প্রমাণিত সত্য যে, অধিকাংশ মানুষই জীবনে কখনও না কখনও দর্শনের মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখী হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটাকেই বাস্তব মনে করে। তবে বেশি সংখ্যক লোক এ প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায় বা আপাত সমাধান হিসেবে কোনো সহজ উত্তর খুঁজে নেয় এবং এ উত্তর খুঁজে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজের বিবেক, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা গভীরভাবে ব্যবহার করে না।

দর্শনের জন্য প্রয়োজন চিন্তার গভীরতা, অর্থের সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা, বুদ্ধিগত নিশ্চয়তা এবং উদ্ভাবিত জ্ঞানের সার্বজনীনতা ও স্থিতাবস্থা যা আমাদের প্রাত্যহিক যাপিত জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধানের বৌদ্ধিক যোগ্যতাকে নির্দেশ করে। তবে ব্যক্তিক পর্যায়ে এটা বাস্তব সত্য যে, অধিকাংশ লোকের ক্ষেত্রেই দার্শনিক চিন্তা জীবন ধারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমনকি তাদের বৌদ্ধিক বা আবেগীয় সামর্থ্যও দার্শনিক চিন্তার উপযোগী নয়। আবার তারা সাদা-মাঠা, সরল জীবনযাপনের জন্য দার্শনিক চিন্তার প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাই গড়পড়তা অনেক মানুষের কাছেই দার্শনিক চিন্তা উদ্ভট বলে মনে হয়, ভিন্নভাবে উপলব্ধ হয়; এমনকি অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাতও হয়। আবার, অন্যদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় সমাজের প্রায় প্রতিটি মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ইস্যুভিত্তিক চিন্তাগুলোর সাথে খাপ খাওয়াতে চায়, পরিশীলিত চিন্তার সাথে নিজকে সম্পৃক্ত করতে চায়, এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে যথাযথ দিকে চালিত করার জন্য নিজস্ব মত প্রকাশ করতে চায়। এখানে জনদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অবকাশ তৈরি হয়। জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া না গেলে ব্যক্তিক পর্যায়ে চিন্তার জায়গায় যেমন সঙ্কট তৈরি হয় তেমনি সামষ্টিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবন হয়ে পড়ে গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন ও বৌদ্ধিক-চিন্তন সংশ্লেষহীন। এক্ষেত্রে জনদর্শন দ্বিবিধ সম্ভাবনা তৈরি করে। জনমানুষ একদিকে দর্শনের

মৌলিক ধারণাগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ পায়, অন্যদিকে তারা তাদের নিজস্ব চেতনা ও ধারণাকে দর্শন-সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে পারে। তবে জনদর্শন কেবল সেসব সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রোতা বা পাঠককে তার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে যারা মানসিক ও বৌদ্ধিকভাবে একটু 'ভিন্ন চিন্তা' করতে পারে এবং তা করতে তারা ইচ্ছুক। এই সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণির অঙ্গীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যারা নিজেকে দর্শন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে না বা আত্মস্বার্থ পরিহার করতে পারে না, তারা দর্শন চর্চা করতে পারে না। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কখনও কখনও তারা নতুন কোনো তত্ত্ব বা মতবাদ উপস্থাপন করতে পারলেও তা দার্শনিক গভীরতা অর্জন করতে পারে না। জেরেমি ব্যারিস বলেন,

> "The non-philosophically deep are concerned with the grave needs and commitments of others; the philosophically deep are concerned with relating to others who they essentially are." (Barris, 2014, p. 11)

দর্শন এর গভীরতার জন্যই উচ্চমার্গীয় জ্ঞানশাখা বলে স্বীকৃত। নিজস্ব অনুসন্ধান পদ্ধতির জন্য 'ভিন্ন ধরনের চিন্তা'। জনদর্শন তাই এর গভীরতা ও সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান পদ্ধতি নিয়ে প্রাত্যহিক সমস্যা সমাধানের একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এক্ষেত্রে মানসিক ও বৌদ্ধিকভাবে 'ভিন্ন চিন্তা' করার সামর্থ্য রয়েছে এমন সাধারণ মানুষের সামষ্টিক বোধ থেকে তৈরি হয় 'জনমানস দর্শন'। এই জনমানস দর্শন দার্শনিকতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গভীর ও প্রায়োগিক হয়। জনদর্শনের সংজ্ঞার্থ আলোচনার শুরুতেই Public Philosophy এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'জনদর্শন' প্রত্যয়টি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

Public Philosophy এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'জনদর্শন' প্রত্যয়টি ব্যবহারের যৌক্তিকতা

ইংরেজি Public Philosophy এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে বিভিন্ন গবেষকের বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বাংলায় এখন পর্যন্ত এর কোনো যুতসই পরিভাষা তৈরি হয়নি এবং এর উপর প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ দেখা যায়নি। সেক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধটি বাংলায় দর্শন বিষয়ক গবেষণার একটি নতুন মাত্রা বলে বিবেচিত হতে পারে। Public Philosophy এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে জনমানস দর্শন পদটি ব্যবহৃত হতে পারে। এ পদটি জন মানুষের দর্শন বোধ প্রকাশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হলেও একপক্ষীয় ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করে। পাবলিক ফিলোসফি'র ক্ষেত্রে দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্ব ও জন মানুষের সামষ্টিক বোধ উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ

Public Philosophy এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকদর্শন' পদটি উপযুক্ত মনে করেন। কিন্তু লোকদর্শনের ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিভাষা রয়েছে, 'Pouplar Culture'। লোকদর্শন উৎসারিত হয় লোকসংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো একটি সমাজের, সম্প্রদায়ের বা জন সমষ্টির লোকাচারকেন্দ্রিক বোধ। লোকদর্শনের বহুমাত্রিক প্রকার-প্রকরণে বিবেচিত হয় যাপিত জীবন পদ্ধতি, অধ্যাত্ম ভাবনা ও চিন্তন, ধর্মভাব ও বোধ, এবং বিবেচিত জনসমষ্টির দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্ম। অন্যদিকে, জনদর্শন হলো সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দর্শনের তত্ত্বকথা ও সমাজস্থ মানুষের চেতনা উৎসারিত বোধের মিথস্ক্রিয়ায় গঠিত সমাধানকেন্দ্রিক দর্শন ভাবনা। অধিকন্তু লোকদর্শনের সাথে লোকায়ত দর্শনের ধ্বনিগত সাযুজ্য এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। লোকায়ত দর্শন হলো সাধারণ মানুষের ইহজগৎভিত্তিক বস্তুবাদী দর্শন চিন্তা। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আয়ত' বা 'আয়তন' অর্থ ভিত্তি, 'লোক' অর্থ-ইহলোক, তাহলে লোকায়ত দর্শন হলো ইহলোকভিত্তিক (ঘোষ, ২০০৪, পৃ. ৫)। জনদর্শনের সাথে এর কোন ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। জনদর্শন হলো নীতি-নির্ধারণ সম্পর্কিত সমস্যাকেন্দ্রিক দর্শন। Public Philosophy কে কি রবীন্দ্রনাথ যাকে philosophy of our people বলেছেন তার সাথে সম্পর্কিত করা যায়? এর সরাসরি উত্তর নেতিবাচক। তিনি philosophy of our people বলতে বাংলায় বিকশিত হওয়া বিভিন্ন দর্শন ধারাকে নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে চর্যার তত্ত্বকথা, বৈষ্ণব দর্শন, বাউল দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, সুফি দর্শন ইত্যাদি। Public Philosophy কে নিম্নবর্গের দর্শনও বলা যায় না। তবে, রশীদুল আলম যাকে আর্থ-সামাজিক দর্শন বলেছেন তার সাথে এর কিছুটা মিল রয়েছে (১৯৯৪, পৃ. ৩০১–৩০৯)। তবে একে আরেকটু পরিশীলিত ভাষায় বলা যায়, আর্থ-সমাজ-রাজনৈতিক দর্শন। মূলত সমাজবদ্ধ মানুষ তার পরিবেশের নানাবিধ উপাদানের জটিলতর সমস্যা ও সঙ্কট ইন্দ্রিয় ও বোধের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে, প্রজ্ঞা ও মননের মাধ্যমে সমস্যা ও সঙ্কট সম্পর্কে একটা সাধারণ প্রত্যয়ে উপনীত হয়। দর্শনের তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিনিয়ত আমাদের চেতনায় বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধান সম্পর্কিত যে যৌক্তিক প্রত্যয় গঠিত হয় তাই জনদর্শন। অতএব, Public Philosophy এর বাংলা পরিভাষা জনদর্শন ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

সংজ্ঞার্থ

জনদর্শন কী বা এর সংজ্ঞার্থ কিভাবে নির্ধারণ করা যায়? শুরুতেই যে কথাটি বলা প্রয়োজন, কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে বা কোন লেভেল অনুসরণ করে বা লিটমাস পেপার পরীক্ষণের মতো করে জনদর্শনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। দর্শনের সাথে জন

সম্পৃক্ততা ও জনমানুষের চেতনাগতবোধ দর্শনের মুখ্য বিষয়। জনদর্শন হলো অংশগ্রহণমূলক যা সামাজিক ও জনমুখী; তবে এটা অবশ্যই বিচার-বিশ্লেষণমূল ও অনুধাবনমূলক চর্চার বিষয়। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ যা অনুশীলনকে গুরুত্ব দেয় এবং ব্যাখ্যা করে। কখনও কখনও জনদর্শনকে দর্শনের পেশাজীবীদের জন্য একটি নৈতিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিক অঙ্গীকার বলে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে এমনভাবে দর্শন চর্চার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় যা জন সম্পৃক্ত সমস্যাবলী ও এগুলোর মূল কারণের উপর আলোকপাত করে। কিভাবে দর্শন আলোচনাকে জনসম্পৃক্ত করা যায় বা জন সাধারণ তাদের সমস্যা নিয়ে দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিকগণ এখানে ভাবালুতায় বিশ্বাসী থাকতে পারেন না, তাঁরা নতুন জ্ঞানগতবোধের ক্ষেত্র তৈরি করেন, ধারণাগত যৌক্তিক পূর্বানুমানকে প্রকাশ করেন এবং সমকালীন সামাজিক সমস্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। দার্শনিকের কাজ শুধু দার্শনিক প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগ নয়; বরং সমাজের সাথে দার্শনিক চিন্তার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া তৈরি করা যাকে দর্শনের মাঠকর্ম বলে অভিহিত করা যায়।

সমকালীন তুলনামূলক দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো গঠনমূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তৈরি করা যেখানে তাত্ত্বিক কিছু বিচার্যবিষয় (issue) নিয়ে কাজ করে। জনদর্শনের মাধ্যমে তুলনামূলক দর্শনের একটি নতুন গতিধারা নির্দেশ করা হয়। এই নতুন গতিধারাটি ইতোমধ্যে বৌদ্ধিক আলোচনার ক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু এটা তুলনামূলক দর্শনের ক্ষেত্রে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপিত হয়নি। নতুন এ ধারাটি গঠনমূলক-আলোচনা পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত । জনদর্শনের এ ভিন্নমুখী গতিধারার প্রেক্ষাপটে এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে, তুলনামূলক দর্শন জনদর্শন হয়ে উঠতে পারে। কারণ তা আন্তঃসাংস্কৃতিক ও বহুশৃঙ্খলাযুক্ত হওয়ায় জনগণের জন্য দর্শন ও জনমানস দর্শনের উপাদানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে। জনদর্শন-ই দর্শনকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহের বাইরে নিয়ে আসতে পারে এবং জন সম্পৃক্ত করতে পারে। নতুন এই গতিধারাটির লক্ষ্য হলো তুলনামূলক দর্শনকে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং জনমানস দর্শন আলোচনার প্রেক্ষিত তৈরি করা। যখন তুলনামূলক দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান অর্থাৎ গঠনমূলক আলোচনা এর যথাযথ কাজ ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত তখন এক্ষেত্রে যুক্তি হলো, জনমানস দর্শন তুলনামূলক দর্শনের জন্য ফলপ্রসূ এবং পুরো দর্শন শাস্ত্রের জন্য জ্ঞানচর্চার একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। জনমানস দর্শন তুলনামূলক দর্শনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার বাইরে অপ্রতিষ্ঠানিক একটি বৌদ্ধিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে যেখানে সমকালীন অনেক প্রায়োগিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তুলনামূলক দর্শন দর্শনের জন্য বহুবিদ সমস্যা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। আন্তঃসাংস্কৃতিক ও বহুশাখাসমৃদ্ধ দর্শন হলো এক ধরনের জনমানস দর্শন।

জন মানুষের জন্য দর্শনের ভিন্নমুখী ধারা হলো জনমানস দর্শন এবং এর মূল ধারণা হলে বিশ্বব্যাপী অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে দর্শন চর্চা করা। এ ধারার জনদর্শন অনুসারে, দর্শন এমন একটি জ্ঞানশাখা যা জনসাধারণের চিন্তা-চেতনা থেকে উৎসারিত। তাত্ত্বিকভাবে দর্শন সব সময় সাধারণ মানুষের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্য ব্যাপৃত থাকে। এর অভিমুখ অনুসারে দর্শন সময়ের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরি হয়ে ওঠে। দর্শন শুধু বিশ্লেষণ করে না, কাজে প্রবৃত্তও হয়। দার্শনিকগণ কেবল জগতে বিদ্যমান বিষয়গুলো দেখা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠবে না; এগুলো বুঝবে, অনুধাবন করবে এবং সে অনুযায়ী কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। এক্ষেত্রে মননের সাথে তাঁর কান ও চোখ ক্রিয়াশীল থাকবে। এখানে তিনি একজন অনুসন্ধানী গবেষক যার উৎস জনতা, গতিমুখ প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার দিকে। কার্যকারী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য এর উদ্দেশ্য হলো সমকালীন বিশ্বের ঘটনা প্রবাহের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

একজন নাগরিকের নিজ প্রত্যাশা, অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এর থেকে বেশি প্রয়োজন সকলের সাথে কথা বলে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কাজ করা। এখানেই জনদর্শনের কার্যকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় জননীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে একজন দার্শনিক এককভাবে দায়িত্ব নিতে পারেন না। সমাজের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে একজন দার্শনিক অবশ্য সুবিধাজনক অবস্থায়ই থাকেন। একজন দার্শনিক সমাজের বৌদ্ধিক সংস্কৃতি, সামাজিক জ্ঞান ও তার ব্যবহার, এবং সামাজিক আদর্শ বিশ্লেষণের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। তাই, "... philosophical analysis may have a definite contribution to make." (Chomsky, 1968, p. 5)। চমস্কি মনে করেন যে, শিল্পোত্তর সমাজে প্রকৌশলগত পারদর্শীদের যেমন গুরুত্ব তেমনি ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী (intellectual elite) দের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব বেড়ে যায় (Chomsky, p.6)। দার্শনিকগণ সমাজব্যবস্থার মূল স্পন্দনটি বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং যথাযথ কর্মপন্থা ও তার ব্যবহার নির্দেশ করতে পারেন। একটি সমাজ কাঠামোর মধ্যকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও বহুবিধ সামাজিক সম্পর্ক ব্যবহার করে জননীতিগুলো পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায় এবং জনদর্শনের মাধ্যমেই এ কাজটি করা সম্ভব। চমস্কি জন দার্শনিকদের বলেছেন free-floating intellectual যারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং সমাজের বৌদ্ধিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে পারেন। তিনি এ ধরনের বিকাশ সম্পর্কে বলেছেন, এটা অপরিহার্য না হলেও অপ্রত্যাশিত বা অপছন্দনীয় নয়। জনদর্শন এমন ক্রিয়াপরতা নির্দেশ করে যা জনমানুষের সামনে দর্শনের উপযোগিতা, গুরুত্ব, ব্যবহার-কৌশল ও ইস্যুভিত্তিক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে। এটা একদিকে দর্শনের ইতিহাস ও উপযুক্ততা তুলে ধরে জন মানুষের কিছু অংশকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে

দর্শন অনুশীলনের জন্য প্রবৃত্ত করে; যেমন: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দর্শনের সহজ পাঠ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, সংশোধনাগার ও জেলখানার দর্শনভিত্তিক সংশোধনমূলক কার্যক্রম এর অন্তভুর্ক্ত; অন্যদিকে দর্শনের প্রথাগত মতাবাদগুলোর অন্তর্দৃষ্টি জনসম্পৃক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, যেমন: শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষাদর্শনের মৌলিক বিষয়গুলো প্রয়োগ করা। একটু ভিন্নভাবে দেখলে, জনদর্শনের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়: একটি হলো জনমানুষের সামনে দর্শনের পরিচিতি (জ্ঞান অর্জন অর্থে) তুলে ধরা এবং অন্যটি হলো জন সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে দর্শনকে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমরা জন ডিউই এর 'গণতন্ত্র চর্চায় শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক মতবাদে দেখতে পাই যেখানে তিনি দর্শনের পুনর্গঠনের কথা বলেছেন (Dewey, 1916)।

জনদর্শন সামাজিক জীবনযাপন পরিস্থিতিতে সমাজস্থ সামষ্টিক শক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য সাধারণ নীতি প্রয়োগ করার কথা বলে। এ দর্শন হলো তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগ স্থাপনের আধার। দর্শন সফলতার চাবিকাঠি বলে জনদর্শন যা সাধারণ মানুষের সফলতার মূলমন্ত্র; এটা ব্যক্তিগত কল্যাণও চরিতার্থ করে। এ দর্শন জন মানুষের ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে। জনদর্শনের সাথে স্বাধীনতা, ক্ষমতা, অধিকার, মতপ্রকাশ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাজন, সুখী হওয়ার উপায়, জনকল্যাণ সম্পৃক্ত। এজন্য জনমত (public opinion) গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে বলা হয়ে থাকে যে, "... to discuss public philosophy is to discuss long-range public opinion." (Blitz, 1998, p. 15) জনমতের ক্ষেত্রে সমকালীন ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ যেখানে সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ যেভাবে অনুধাবন করতে পারে সেভাবে তাদের মতামত গঠন করে। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত হবেন যে, জনমত হতে হবে কার্যকরী, জ্ঞানপ্রসূত ও তথ্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে জনদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন সকল মানুষের জন্য অথবা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতিপয় মানুষের জন্য কার্যকর। মানুষ ও মানুষের সমস্যাই এখানে মুখ্য বিষয়। জনদর্শন দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: সাধারণ নীতি এবং বিবেচ্য ঘটনায় তাদের প্রয়োগ। জনদর্শন চর্চা করা হয় সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। জনদর্শন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতির প্রতি মনোযোগী নয়, বরং জন মানুষের সমস্যার প্রতি যত্নশীল। জেরেমি ব্যারিস বলেন,

> "... philosophy deals with matters of concern to all human beings and, ... it is the expression of a level of thought that, ... is present in all human lives." (Barris, 2014, p. 9)

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, জনদর্শন হলো সাধারণ মানুষের সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে দর্শনের তাত্ত্বিক কাঠামো এবং জনমানুষের অংশগ্রহণমূলক মতামত সমন্বয় করে সমাধান অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়া। এখানে স্পষ্টতই দুটি উপাদান রয়েছে : তাত্ত্বিক কাঠামো ও অংশীজনের মতামতের প্রতিফলন।

জনদর্শনের বৈশিষ্ট্যাবলি

জনদর্শনে সমস্যাপীড়িত জন মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় যাতে সমস্যা সম্পর্কে অধিকতর বস্তুনিষ্ঠ সমাধান অনুসন্ধান সম্ভব হয়ে ওঠে। এতে যে কোনো উন্নয়ন ভাবনায় সমাজের সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোকে দর্শনমনস্ক ব্যক্তিবর্গের সম্পৃক্ততায় আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়, যাতে তাদের অভিজ্ঞতা, মতামত, দৃষ্টিভঙ্গিকে বৃহত্তর পরিসরে অনুধাবন করে এবং বিবেচনায় নিয়ে তা কাজে লাগানো যায়। বিদ্যমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে যারা দর্শনের তত্ত্বীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান না জনদর্শন তাদেরকে কথা বলার সুযোগদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে তারা কেবল কথা বলারই সুযোগ পায় না, তাদের জীবনের নানামাত্রিক অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন। এভাবেই জনদর্শন কোনো বিষয় নীতিনির্ধারণের জন্য নতুন ধারা যুক্ত করতে ভূমিকা রাখে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের প্রায় সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে অভিজাত ব্যক্তি এবং প্রশাসনিক আমলাদের গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আর এ দুই প্রভাব বলয়ের বাইরের মানুষগুলো এতে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। শ্রমিকদের তুলনায় মালিক, কর্মীদের তুলনায় নেতা, কর্মচারীদের তুলনায় কর্মকর্তা, গণমানুষের তুলনায় অভিজাতেরা, প্রান্তিক মানুষের তুলনায় অগ্রগামী উচ্চবর্গ, নারীর তুলনায় পুরুষেরা সমকালীন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেন এবং জনজীবনের ব্যক্তিগত স্তরের চিত্র প্রাধান্য না পেয়ে সাধারণ চিত্রই গুরুত্ব পায় বেশি। আর, দর্শনকে বিবেচনা করা হয় উচ্চ মার্গীয় জ্ঞানশাখা বলে। কিন্তু জনদর্শন এই দুই ভ্রান্ত পন্থা পরিহার করে সামাজিক ইস্যু নিয়ে দার্শনিক বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হয়। এক্ষেত্রে দার্শনিকগণ কেবল জগতের ঘটনাবলির অবলোকন করেন না, ঘটনা বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। জনদর্শন মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইস্যুর অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি করে। বিভিন্ন কর্মের ব্যাপৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার আলোকে প্রাত্যহিক জীবনপদ্ধতির গতিপথ কেমন হবে যে সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র উন্মোচন করে।

জনদর্শন দর্শনবেত্তা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ তৈরি করে দেয়। এক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশগত ও কালিক প্রেক্ষিতে বিদ্যমান পরিস্থিতির উপর ঘটনার গতি প্রকৃতি নির্ভর করে। সাধারণ মানুষ ঘটনার বয়ান উপস্থাপন করে এবং এক্ষেত্রে একজন দার্শনিক সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। এটা তিনি করেন জন ডিউই-এর 'idea of philosopher task' অনুসারে এবং এ ধরনের দার্শনিকদের হানাহ আরেন্ট বলেছেন 'pearl diver'। জনদার্শনিক নিঃশঙ্কচিত্তে সত্য কথকের ভূমিকা পালন করেন, ক্ষমতাকে উপেক্ষা করেন। জনদর্শনে দার্শনিককে বলা হয় "পণ্ডিত-কর্মী" (scholar-activist)। আমরা এভাবে জনদর্শনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি।

- ❒ জনদর্শনের সাথে জনজীবন সম্পৃক্ত। এখানে জনসম্পৃক্ত বিষয়গুলোর সাথে দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিত্বদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জনদর্শনের ক্ষেত্রে যে কোনো ঘটনা ও ঘটনা পরম্পরার বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ চিত্র বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং এর সমাধান প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।
- ❒ জনদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ (public welfare) যেখানে জনসাধারণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত গঠনের জন্য সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। এখানে চিন্তার ক্ষেত্রে কর্তার কর্তৃত্ব কাজ করে না; দার্শনিকগণ পথনির্দেশ করেন এবং সাধারণ জনমানুষ তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধানমূলক সিদ্ধান্ত গঠন করেন।
- ❒ জনদর্শনের কাজ হলো নীতি-নির্ধারণমূলক। এখানে দর্শন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঞ্চালনায় সাধারণ মানুষ তাদের শাণিত বুদ্ধি, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিকভাবে প্রাপ্ত বোধের আলোকে সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান করে। জনদর্শনের ক্ষেত্রে পেশাগত দার্শনিকদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে অপেশাদার ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় ব্যাপৃত হতে হয়।
- ❒ জনদর্শন তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে দর্শন হলো সাফল্যের মূলমন্ত্র এবং জনদর্শন হলো সাধারণ জনগণের সফলতার চাবিকাঠি যেখানে ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত থাকে। জনসম্পৃক্ত বিষয় সত্যতা ও কর্মপন্থা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাধারণ কল্যাণ (common good) এর কথা ভাবতে হয়; তাই জনদর্শন কোনো দল, গ্রুপ বা সুযোগ সন্ধানী শ্রেণির খণ্ডিত কল্যাণ বিবেচনা করে না।
- ❒ জনদর্শনের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু সাধারণ জনমানুষের মানসচিন্তন। তাদের এ মানসচিন্তন গড়ে ওঠে সমকালীন ঘটনার চাহিদার আলোকে এবং

যেখানে বিবেচিত হয় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সামষ্টিক কল্যাণ। এই জটিল সমীকরণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে অংশীজনের এবং সরকারের সফলতা।

- জনদর্শন ঐতিহাসিক অগ্রগতির (বিশ্বায়ন)- এর কারণ চিহ্নিত করে। ঐতিহাসিক অগ্রগতির পিছনে কাজ করে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও তাদের ক্রিয়াপরতা। নাগরিক ক্রিয়াপরতার সম্ভাব্য শর্তগুলো উদ্‌ঘাটন করা জনদার্শনিকদের কাজ।
- জন সাধারণের কিভাবে কাজ করা প্রয়োজন তার একটি আদর্শগত নীতি রয়েছে। জনদার্শনিকের কাজ হলো সে নীতিগুলোকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। জনদার্শনিক ছদ্ম-দর্শন (pseudo-philosophy) সম্পর্কেও জন মানুষকে সচেতন করে তোলেন। জনদর্শন এটাও প্রকাশ করবে যে, কিছু জটিল ও বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে যে সম্পর্কে অংশীজনের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।
- উদারতার শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে সকল সময় জনদর্শনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে দর্শন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ-উভয়কেই উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হয়। যারা মত প্রদান করবেন তারা অবশ্যই সচেতন, সচেষ্ট ও তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন হবেন এবং দার্শনিকেরা অন্য যে কোনো পেশাজীবীর চেয়ে বিশুদ্ধ যুক্তি দিতে পারেন।
- আনন্দ জয়প্রকাশ বৈদ্য জনদর্শনের তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন: বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ও বাস্তব কর্মপন্থা (Vaidya, 2015, pp. 35–57)।

জনদর্শনের ক্ষেত্র

জীবন কর্মময় ও গতিময়। এখানে সুনির্দিষ্ট পরিণতির জন্য প্রকৃতি, সমাজ, ও প্রতিবেশের সাথে প্রতিনিয়ত নানাবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত এবং বহুমুখী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই বিমূর্ত জগৎ নয়; মানুষকে জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে বসিয়ে মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্কের আলোকে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা প্রয়োজন। দর্শন তার বিশাল পরিসর নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত রেখেছে। জন কেয়ার্ড যথার্থই বলেছেন:

> "… there is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality, which lies beyond the domain of philosophy, or to which philosophical investigation does not extend." (Caird, 2002, p. 2)

তাই শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, মানুষের জীবন ও জীবন ঘনিষ্ঠ সমস্যাবলিও দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ কাজটিই করার একটি সমকালীন প্রয়াস হলো জনদর্শন। জনদর্শনে সাধারণ মানুষের জীবন, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। এটি দার্শনিকদের প্রতি কার্ল মার্কসের সমাজ পরিবর্তনের আহ্বানের প্রতিফলন। মার্কস বলেন, "The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point is to change it." (Marx & Engels, 1967, p. 15) এ পরিবর্তন হতে হয় সাধারণ জন মানুষের মতামত প্রতিফলনের মাধ্যমে। কারণ, কোনো স্থানিক প্রেক্ষিতে কোনো সমস্যার সমাধান নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, সম্পৃক্ততা ও তাদের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের বহুমুখী রসায়নের উপর। এখানে একজন দার্শনিক সামাজিক কর্মী হিসেবে কাজ করেন এবং দর্শন-চিন্তা অনুঘটকের কাজ করে। স্মর্তব্য যে, দর্শনের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ও প্রাত্যহিক ব্যাখ্যামূলক কথোপকথন (conversation) এর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

জনদর্শন প্রত্যয়টিকে আমরা দু'ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। জনমুখী দর্শন অর্থাৎ জন মানুষের জন্য দর্শন (The philosophy-to-public direction of fit)। এক্ষেত্রে জ্ঞানজাগতিক (academic) দার্শনিকগণ প্রাতিষ্ঠানিক আবহের বাইরে জনকল্যাণের জন্য জনসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করবেন এবং এর উদ্দেশ্যই হবে জনকল্যাণ, জ্ঞান-শৃঙ্খলের উৎকর্ষ নয়। আরেকটি হলো, জনমানস উৎসারিত দর্শন অর্থাৎ জন মানুষের দর্শন (The public-to-philosophy direction of fit)। এক্ষেত্রে জনদর্শন হলো অপ্রশিক্ষিত সাধারণ জনতার দর্শন সম্পর্কিত নিবিড় চিন্তন যা জন আবহে গড়ে ওঠে এবং এর লক্ষ্যই হলো সকলের কল্যাণ। এক্ষেত্রে জ্ঞানগত বা জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দার্শনিকদের দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য জনসাধারণ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। জনদর্শনের ক্ষেত্রে গতিধারা একমুখী না হয়ে বরং দ্বিমুখী হয়।

জনদর্শনের অনেকগুলো উপধারা রয়েছে যা জন মানুষের জন্য দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। সামাজিক বিশ্লেষণমূলক দর্শন এর লক্ষ্য হলো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ রকম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুগুলো হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ, দুর্নীতি, পরিবেশ দূষণ, মাদকাসক্তি, সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক প্রভাবকে অবৈধভাবে ব্যবহার, প্রযুক্তির অপব্যবহার, অনৈতিক পন্থায় হঠাৎ বড়লোক হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আইন বা অর্থনীতির তত্ত্বের আলোকে চিরায়ত নীতি, সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শনের উপাদান ব্যবহার করে এ সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়। এ ধরনের জনদর্শনের ক্ষেত্রে দার্শনিকগণ সাধারণত

উপযোগবাদ, রাষ্ট্রীয় নৈতিক মতবাদ. সৎগুণ নৈতিকতা, রলসের বণ্টনমূলক ন্যায়পরতা, নজিকিয়ান অধিকারতত্ত্ব অথবা অমর্ত্য সেনের সক্ষমতা সন্নিবেশ তত্ত্ব ব্যবহার করেন। এ ধরনের জনদর্শনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দার্শনিক ও জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এ ধরনের জনদর্শনের মূল ধারণাটিই হলো জন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যু নিয়ে আলোকপাত করা। এ ধরনের জনদর্শনের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই মাইকেল জে. স্যান্ডেল এর *Justice: What's the Right Thing to?* (2010) অথবা, *Public Philosophy: Essays on Morality in Politics* (2005) বা পিটার সিঙ্গার ও জিম ম্যাসন- এর *The Ethics of What We Eat: Why Our Food Choices Matter* (2006) ইত্যাদি গ্রন্থে।

মাইকেল জে. স্যান্ডেল তাঁর *Justice: What's the Right Thing to?*(2010) বইয়ে 'ন্যায়পরতা' ধারণাটির বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি সমকালীন রাজনৈতিক দর্শনের বিভিন্ন তত্ত্ব, যেমন: উপযোগবাদ, উদারতাবাদ, কান্টীয় দর্শন, রলসীয় রাজনৈতিক তত্ত্ব, -এর বিচারমূলক মূল্যায়ন করেছেন। স্যান্ডেল তাঁর বইয়ে সমাজে কিভাবে ন্যায়পরতা নিশ্চিত করা যায় তার কৌশল ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, জনসাধারণের সাথে ও রাজনৈতিক আবহে সমাজের কল্যাণ নিয়ে যথাযথ নৈতিক আলোচনা প্রয়োজন এবং জননীতি প্রণয়ন করা দরকার যাতে সমাজের কল্যাণ হয় ও সমাজের যে কোনো সদস্য কল্যাণ করার দায়বদ্ধতা বোধ করে। তাঁর মতে ন্যায়পরতা ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো: জনকল্যাণ নিশ্চিত করা, ব্যক্তির কিছু বিষয়কে সম্মান দেখানো, এবং 'মহৎ জীবন'(good life) অর্জন করা। স্যান্ডেল তাঁর *Public Philosophy: Essays on Morality in Politics*(2005) বইয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতা করেন। প্রত্যেকটা মানুষ তার সামর্থ্যের মধ্যে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হলে তার স্বাধীনতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। তিনি মনে করেন যে, যথাযথ নৈতিক আবহ জন-ইচ্ছার বিরোধী নয়। তাই জনজীবনে নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ লালন করার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়; বরং এগুলো মানুষের উপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারে এবং আলোর পথ দেখাতে পারে। সিঙ্গার ও ম্যাসন তাঁদের বইয়ে প্রাণি অধিকার রক্ষা ও প্রাণির জীবন রক্ষার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখান যে, পুঁজিবাদী খাদ্য ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃতি ধ্বংস করছে এবং প্রাণি হত্যা করছে। আমাদের প্রাত্যহিক খাদ্যাভ্যাস আমাদের জন্য দুর্দশার পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করছে। আমরা আমাদের খাদ্য পছন্দের অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে নৈতিক আচরণ করতে পারি এবং নৈতিক প্রভাব তৈরি করতে পারি। এর ফলে অসংখ্য প্রাণির জীবন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেতে পারে। তাঁরা জনসচেতনতার অংশ হিসেবে সকলকে

খাদ্য তালিকায় পছন্দ করার কৌশল পরিবর্তন করতে বলেন যাতে সামাজিক ও প্রতিবেশ ন্যায়পরতা, পরিবেশগত টেকসই অবস্থা ও প্রাণি-কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

কর্মতৎপরতামূলক জনদর্শন সামাজিক বিশ্লেষণমূলক দর্শনের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক বিশ্লেষণমূলক দর্শনের লক্ষ্য হলো সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা যাতে সেটি তাত্ত্বিকভাবে স্পষ্টতর হয়; আর কর্মতৎপরতামূলক দর্শনের লক্ষ্য হলো একটি নির্দিষ্ট আবহে একটি সমস্যার বিশ্লেষণ সাপেক্ষে সেটি দূরীকরণের জন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। এঞ্জেলা ওয়াই. ডেভিস এর *Are Prisons Obsolete?* (2003) বা বন্দনা শিবার *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit* (2002) গ্রন্থে আমরা এ ধরনের জনদর্শনের সন্ধান পাই। এক্ষেত্রে দার্শনিকগণ কেবল সমস্যার বিশ্লেষণ করেন না, সমস্যাটি সমাধানের জন্য কোন ধরনের কর্মপন্থা অনুসরণ করা প্রয়োজন তার দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন। বন্দনা শিবা তাঁর বইয়ে পানি সম্পদ রক্ষার জন্য কার্যকর পন্থা হিসেবে 'পানি গণতন্ত্র'(water democracy) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন জনসমাজ দায়িত্ব নিয়ে 'হাই-টেক' শিল্পদূষণ রোধ করতে পারে। তাঁর এ বইটি পাশ্চাত্যের প্রতিবেশ সন্ত্রাসের (ecological terrorism) বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে লেখা। তিনি জগতের সকল মানুষের 'ভবিষ্যৎ নির্ধারণ' করার অধিকারের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরেন। তিনি পানি সম্পদ রক্ষায় সমাজের গণতান্ত্রিক কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলেন; কারণ 'পানি হলো প্রকৃতির উপহার,জীবনের জন্য অপরিহার্য, সীমিত, নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, রক্ষা করা প্রয়োজন, সকলের জন্য উপকারী, এবং এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি' (p. 36)। এঞ্জেলা ডেভিস তাঁর *Are Prisons Obsolete?* (2003) গ্রন্থে দেখান যে, বর্তমান জেল ব্যবস্থা সেকেলে এবং এর মাধ্যমে মানুষকে কেবল শাস্তি দেওয়া যায় ও বন্দী রাখা যায়। এ ব্যবস্থা অনাধুনিক, অকার্যকর, ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক একটি প্রক্রিয়া। ডেভিস প্রথাগত জেল ব্যবস্থার বিপরীতে নতুন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার, তৈরি অথবা পরিকল্পনার কথা বলেন যা হবে কার্যকরী, সুদূরপ্রসারীভাবে ইতিবাচক, এবং কল্যাণকর প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম।

সামাজিক বিশ্লেষণমূলক বা কর্মতৎপরতামূলক দর্শনের বিপরীত মানোন্নয়নমূলক (enrichment) জনদর্শন একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে জন সাধারণের বোধগত উন্নয়নের চেষ্টা করে। দর্শনের অনেক জটিল বিষয়কে অনেক সহজ ভাষায় জন মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং জন মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদেরকে যুক্তিপূর্ণভাবে সচেতন করে তোলা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি হলো এ ধরনের জনদর্শনের

আলোচিত বিষয়। আবার, দর্শনের জটিল বিষয় সহজ ও প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই টিমথি উইলিয়ামসনের 'Logic and Neutrality' বা বেঞ্জামিন ব্রাটন্স-এর 'Outing A.I. : Beyond the Turing' ট্যাগ লাইনে লেখা কলামে। দর্শনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। এক্ষেত্রে দার্শনিকগণ জগৎ ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গভীর বোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। তবে সামাজিক বিশ্লেষণমূলক জনদর্শনের সাথে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক বিশ্লেষণমূলক জনদর্শনে জন মানুষের মৌলিক ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনার চেষ্টা করা হয়, আর মানোন্নয়নমূলক জনদর্শনে এমন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় যে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ততটা সচেতন নয়। প্রচারণামূলক (journalistic) জনদর্শন দার্শনিকদের মৌলিক ধারণাগুলোকে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। গভীর দর্শনালোচনা তুলে ধরা প্রচারণামূলক দর্শনের কাজ নয়; বরং এখানে একজন দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরা হয়। এতে জনসাধারণ দর্শনের জটিল বিষয়গুলো তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সরল-প্রাঞ্জল ও ব্যবহারিক ভাষায় বুঝতে পারে। এটাকে আমরা বলতে পারি দর্শনের জন-ক্রিয়াপরতা (public activism of philosophy)। রিচার্ড মার্শাল এর 3 A.M. Magazine সমকালীন দার্শনিদের সাক্ষাৎকার প্রচার করে, কিছু রেডিও প্রোগ্রাম আছে, যেমন: Philosophy Talk, Philosophy Bites ইত্যাদি, যা দর্শনের মৌলিক ধারণাগুলো প্রচার করে।

জনদর্শনের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পারস্পারিক সাংঘর্ষিক নয়; বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক। মাইকেল জে. স্যান্ডেল তাঁর *Public Philosophy: Essays on Morality in Politics* (2005) গ্রন্থে দুটি অভিমুখ তুলে ধরেছেন। প্রথমটি হলো, 'সমকালীন রাজনৈতিক ও আইনগত মতান্তরগুলোকে দর্শনের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা'। দ্বিতীয়টি হলো, 'সমকালীন জনসম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে নীতিদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের আলোকে পর্যালোচনা করা'। স্যান্ডেল এ দুটি অভিমুখকে একীভূত করে বলেন, "The central idea of the public philosophy by which we live is that freedom consists in our capacity to choose our ends for ourselves." (2005, p. 9) তিনি নাগরিক জীবনযাপনের ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনদর্শন চর্চার কথা বলেছেন। রাজনীতি জনসাধারণের প্রকৃতি বা মানসিক গুণাবলির গতিপথ নির্দেশ করবে না। নাগরিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে 'আইনগত নৈতিকতা' (legislate morality) অনুসরণ করা হবে। সরকার বা শাসকবর্গ নীতি বা আইন দ্বারা উত্তম জীবন (good life)-এর ধারণা নির্ধারণ করবে না; বরং তারা অধিকারের এমন একটি নিরপেক্ষ

কাঠামো তৈরি করবে যাতে জনসাধারণ তাদের নিজেদের মূল্যবোধ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পরে। এ নিরপেক্ষ কাঠামোর রূপরেখা প্রায় প্রতিটি দেশের শাসনতন্ত্রে দেখা যায়, যদিও বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানেও জনসাধারণের অধিকার, কর্তব্য ও ভাল জীবনধারা বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন একটি উদার ও মানবিক সমাজব্যবস্থা যেখানে সকলের মধ্যে একটি নৈতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকবে। এজন্য প্রয়োজন সদগুণের চর্চা যাতে ব্যক্তি তার নিজস্ব মূল্যবোধ লালন করতে পারে। কিন্তু সমকালীন বিশ্বে মূল্যবোধের শক্তি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। পুঁজি ও পণ্যের অবাধ প্রবাহ, তথ্যের গতি, অর্থ-বাজারের তেজ ও শিল্প-দ্রব্যের বহুজাতিক প্রকৃতি, উগ্র ডানপন্থী রাজনীতির সর্বব্যাপী উত্থান এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। এমনকি শক্তিশালী রাষ্ট্রও বৈশ্বিক অর্থনীতির চালচিত্র এড়াতে পারে না। বৈশ্বিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বাজার প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করছে। এর মধ্যেও নাগরিক জীবনযাপনের জন্য নিজস্ব ক্ষেত্র ও কথামালা, স্মৃতি ও অর্থপূর্ণতা, নিজস্ব ধারা ও স্বকীয়তা প্রয়োজন যা বিশ্বে নিজেদের অবস্থানকে নির্দেশ করবে। এজন্য প্রতিনিয়ত উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন জনদর্শন চর্চা।

জেমস তুলি মনে করেন যে, 'জনদর্শনের কাজ হলো সর্বজনবিদিত বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা' (2008, p. 3)। জনদর্শন হলো জননীতি সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের একটি নতুন অভিমুখ। রাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদনের বহুমুখী পন্থা রয়েছে। কিন্তু জনদর্শন বিভিন্ন ধরনের অন্যায় ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অংশীজনের সাথে কথামালার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও জনগণের নাগরিক বিষয়ক কার্যাবলীর মধ্যে জ্ঞানগত সম্পর্ক স্থাপন করা। এর সুনির্দিষ্ট কাজ হলো নাগরিকদের প্রাত্যহিক সংগ্রাম ও তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর বিচারমূলক আলো (critical light) ফেলা। এটা করা হয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞানশাখার ঐতিহাসিক ও সবিচার পাঠ এবং তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদানের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে, এই বিচারমূলক পরিবেশ জনমানুষের মাধ্যমেই জানা যায় এবং নাগরিক জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ও সবিচার পাঠের উপর। 'নাগরিক স্বাধীনতার অনুশীলন এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। নাগরিক স্বাধীনতা নির্ভর করে শাসনের সাথে জনমানুষের সম্পর্ক, আদর্শিক অবস্থান ও তাদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির উপর। জনদর্শনের আওতাধীন হলো আদর্শিক অবস্থান ও ক্ষমতা যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষক ও জনমানুষ জনসম্পৃক্ত বিষয়ের আলোচনায় জ্ঞানজাগতিক দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে। তাই প্রত্যেক চিন্তাশীল ও ক্রিয়াশীল মানুষ হলো জনদার্শনিক এবং প্রত্যেক তাত্ত্বিক জনদার্শনিক হলো জনমানুষের সহগামী নাগরিক। তুলি বলেন,

> Studies in public philosophy are thus specific toolkits offered to civic activist and civic-minded academics working on the politic problem of our times. (2008, p. 4)

একজন জনদার্শনিক সমকালীন বিষয়ে তাত্ত্বিক, ভাবুক ও ক্রিয়াশীল নাগরিকের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। জনদর্শন একটি বিচারমূলক ক্রিয়া যা শুরু হয় রাজনৈতিক জীবনের অনুশীলন ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এখানে প্রতিষ্ঠিত ভাষার বর্ণনা আলোচিত সমস্যার জন্য যথার্থ কি-না তা অনুশীলন করা হয়। যারা শাসন কার্যে ও ক্রিয়াশীল নাগরিকের যাপিত জীবনের সমস্যাবলি সমাধানের জন্য দর্শন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকের সহায়তা প্রত্যাশা করে তাদের জন্য জনদর্শন ও জনদর্শন চর্চা। জেমস তুলি উল্লেখ করেন,

> Public Philosophy as a critical activity starts from the present struggles and problems of politics and seeks to clarify and transform the normal understanding of them so as to open up the field of possible ways of thinking and acting freely in response. (2008, p. 37)

জনদর্শন চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে সমকালীন নাগরিক সমাজ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। এখানে একজন দার্শনিক একটি সমস্যা বা সঙ্কটকে উপজীব্য করে নাগরিক সমাজের সাথে কথোপকথনে অংশ নেয়। সামাজিক কথোপকথন (social dialogue) সমাজ পরিবর্তনের উপকরণ (tool) হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে একজন মানুষ সমাজে তার ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পায়, পরিবর্তনের জন্য তার মধ্যে নতুন উদ্যম তৈরি হয়, এবং অপেক্ষাকৃত একটি ভাল সমাজ নির্মাণের প্রত্যাশা তৈরি হয়। সামাজিক কথোপকথনের মাধ্যমে সকল প্রকার সমঝোতা, তথ্য আদান-প্রদান ও জননীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজতর হয়। আবার নাগরিক সমাজের একজন সদস্য নিজ স্বার্থের কথা বিবেচনায় নিয়ে সহযোগিতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা, সহনশীলতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ফলে একজন স্বনির্ভর ব্যক্তিও (যদিও সমাজে স্বনির্ভর ব্যক্তি থাকা প্রায় অসম্ভব) যৌথভাবে কাজ করার জন্য অন্যান্য সদস্যদের সাথে যৌক্তিক সম্বন্ধ স্থাপন করে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতাকে পরিহার করে। এতে করে ব্যাপক অর্থে জনকল্যাণ (common good) নিশ্চিত হয়। জনদর্শন চর্চার ক্ষেত্র হিসেবে নাগরিক সমাজের সাথে রাষ্ট্র বা শাসন কাঠামোর সম্পর্ক বৈরিতার নয়, বরং সহযোগিতার ও মিথস্ক্রিয়ার। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের সচেতনতা, কর্মচঞ্চলতা ও দূরদর্শিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমস্যাকেন্দ্রিক আলোচনায় দার্শনিকগণ ও নাগরিক সমাজ একটি সমস্যার বাস্তব সমাধান বের করতে পারে যা প্রয়োজনীয়, প্রায়োগিক ও টেকসই

হয়। এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যুক্তি, হিসাব ও অবাধ যোগাযোগের মাধ্যমে। জনদর্শনে জনসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনাটি হয় স্থানীয়, ধারাবাহিক, সৃজনশীল ও প্রাসঙ্গিক। গৃহীত সিদ্ধান্তটিতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের চিন্তার প্রতিফলন থাকে যার ভিত্তি হলো সমাজের সদস্যদের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের প্রবাহ।

জনদর্শন সাধারণ মানুষের কাছে দর্শনের উৎকর্ষ তুলে ধরে এবং তাদের ধারণার আলোকে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে দার্শনিক প্রত্যয় গঠন করে। নতুন ধারার এ জ্ঞানশাখা দর্শনের ইতিহাস ও গুরুত্ব তুলে ধরার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের একটি অংশকে দর্শন চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে, জনদর্শন দর্শনের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নির্দেশনাকে সমকালীন জনসম্পৃক্ত সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনদর্শনের অভিগমন স্বাভাবিক ও বহুমুখী। রাসেল উইনস্টেইন এটাকে বলেন, "... doing philosophy with general audiences in a non-academic setting." (2014 (a), p. 1) তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "... while it is often said to play a role in democratic education, public philosophy is its own enterprise." (2014(a), p. 1) এটি শ্রেণিকক্ষের বাইরের দর্শন, একটি স্বতঃপ্রবৃত্ত অভিযাত্রা যেখানে নেই কোনো কোর্স-ক্রেডিট, এসাইনমেন্ট বা টিউটোরিয়াল পরীক্ষা। এটি কোনো তাত্ত্বিক গবেষণা নয়; বরং একটি শিখনপদ্ধতি এবং এমনকি একটি সেবামূলক কাজ। জনসম্পৃক্ত হওয়ায় এর কোনো ছক-বাঁধা কাঠামো নেই বা সুনির্দিষ্ট গতিপথ নেই। সক্রেটিসের দর্শন-কর্মপ্রণালী ছিল কিছুটা জনদর্শন চর্চা। জ্ঞানশাখা হিসেবে দর্শনের উচ্চ মার্গীয় গুরুত্বের কারণে জনদর্শনের স্বতঃমূল্য রয়েছে। উইনস্টেইন বলেন,

> Public philosophy has internal goods, intrinsic standards of success, is socially defined, and leads to human excellence in some form. (2014 (b), p. 37)

জনদর্শন হলো একটি অংশগ্রহণমূলক জ্ঞানগত অবস্থা যা সামাজিক ও জনমুখী চর্চার বিষয়। তবে এ বিষয়টি অবশ্যই সবিচারমূলক ও আত্মবিশ্লেষণমূলক। এখানে দার্শনিকের কাজ শুধু দার্শনিক প্রত্যয়গুলোর প্রয়োগ করা নয়; বরং সমাজের সদস্যদের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। এটা হলো দর্শনের মাঠকর্ম। প্রথাগত দর্শন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও সমকালীন প্রেক্ষাপটে দর্শনকে মানুষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। জনদর্শন এ প্রেক্ষিতটিই সফল করে। মানুষ তার কাজের ক্ষেত্রে যেসব ধারণাগত বিরোধ বা প্রশ্নের মুখোমুখি হয় সেগুলো এবং যাপিত জীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কে জনদর্শন মানুষকে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। জনদর্শন জন মানুষকে সচেতন করে তোলে। সমকালীন এ জ্ঞানশাখা জন সাধারণকে তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে যুক্তিবাদী, গঠনমূলক ও ইতিবাচকভাবে বিশ্লেষণী হতে সহায়তা করে। জনদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

উল্লেখ করতে গিয়ে আমরা পেশাজীবীদের উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি। আমরা সেতু নির্মাণ করতে গেলে নিশ্চয়ই কোনো অ-প্রকৌশলীর সহায়তা গ্রহণ করি না (কারিগরি কাজে); কিন্তু দার্শনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্রায়শই অদার্শনিকের দ্বারস্থ হই। সেটাই হয় ক্ষতির কারণ। কেবল দর্শনবিদেরাই দার্শনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ, যেমন প্রকৌশলীরা দক্ষ প্রকৌশলবিদ্যায়। এখানেই আসে অমর্ত্য সেনের 'সক্ষমতা সন্নিবেশ' (capability approach) এর কথা যা জনদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

জনদর্শন, রাষ্ট্রদর্শন ও ব্যবহারিক দর্শন

জনদর্শন হলো এমন একটি প্রয়াস যা সাধারণ জনমানুষকে উপজীব্য করে বিকশিত হয়। এখানে সাধারণ মানুষ কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং দর্শনের তাত্ত্বিক জ্ঞান একে এগিয়ে নিয়ে যায়। জেমস তুলি জনদর্শনকে চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থার সাথে। তুলি বলেন "Public philosophy in a new key is a new approach to the study of politics."(2008, p. 3) জনদর্শন তখনই কার্যকরী হয় যখন নাগরিক তাদের স্বার্থ, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। 'নাগরিক' বলতে তিনি শাসনের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ করেছেন এবং তারা শাসন- সম্পৃক্ত ক্রিয়াশীল কর্তা (active agent)। আবার 'শাসন-সম্পৃক্ত' বলতে তিনি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি দাপ্তরিক ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশ করেননি; 'শাসন-সম্পৃক্ত' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন তাদেরকে যারা জ্ঞান, ক্ষমতা, ও দায়বদ্ধতার দিক থেকে স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায় পর্যন্ত শাসন-সংশ্লিষ্ট। এই নাগরিকগণ 'practices of civic freedom' এর সাথে সম্পর্কিত। উইলিয়াম এ. গ্যালস্টোন (১৯৯৮: ১৮-৩৬) জনদর্শনকে রাষ্ট্রদর্শনের একটি সম্প্রসারিত অধ্যায় বলে মনে করেন। গ্যালস্টোন বলেন, এটা নৈতিক অবধারণের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে "with specific conceptions of socio-political institutions." (1998, p. 21)। এর মানে হলো জনদর্শন মূলত রাষ্ট্রদর্শন। কিন্তু নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করলে জনদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে মৌলিক ও সূক্ষ্ম পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রদর্শন হলো রাষ্ট্রচিন্তার দার্শনিক আলোচনা যা পুরোপুরি তাত্ত্বিক। রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে নাগরিক বা জনমানুষের সাথে কথোপকথনে অংশ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; শুধু পদ্ধতিগত আলোচনাই মুখ্য। তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে জনদর্শনকে ব্যবহারিক দর্শন বলে বিবেচনা করার সুযোগ আছে কি না।

ব্যবহারিক দর্শনের সাথে জনদর্শনের কিছুটা মিল রয়েছে। জনদর্শনকে ব্যবহারিক দর্শনের সাম্প্রতিকতম সংস্করণও বলা যায়। ব্যবহারিক দর্শন হলো আমাদের সমাজের সাম্প্রতিক সামাজিক ইস্যু বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক দার্শনিক অনুসন্ধানের সম্ভাব্যতা

যাচাই করা। এখানে 'the ability to think critically, the ability to write clearly, concisely, and persuasively, and the ability to read deeply' বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত জনদর্শনের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু জনদর্শনের সাথে ব্যবহারিক দর্শনের মূল পার্থক্য হলো জনসম্পৃক্ততা। জনদর্শনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ তাদের নিজেদের সমস্যা সম্পর্কে দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে আলোচনায় ব্যাপৃত হয়; কিন্তু ব্যবহারিক দর্শনে প্রাত্যহিক সমস্যা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা হয়।

কয়েকজন জনদার্শনিক

জেমস তুলি জনদর্শনকে জনজীবনের সাথে সম্পর্কিত একটি নতুন দার্শনিক রীতি বা শৈলী বলেছেন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন,

> The aim of this style of public philosophy is to disclose the conditions of possibilily of a historically set of problematic practices of governance in the present ... (2008, p. 25)

তিনি সমকালীন এ সবিচার পর্যালোচনার দুটি পদক্ষেপের কথা বলেন: ভাষাগত ও অনুশীলনমূলক। ভাষাগত পদক্ষেপের মাধ্যমে আলোচনামূলক কাজটি সম্পন্ন করা হয়। অনুশীলনমূলক পদক্ষেপটি অনেক জটিল যেখানে কোনো সমস্যার অনেক সমাধান প্রস্তাব করা হয়; তবে সমাধানগুলো সংস্কার কার্যক্রমে গৃহীত হতে পারে বা নাও হতে পারে। এ দুধরনের সবিচার পর্যালোচনামূলক পদক্ষেপ আমাদেরকে সমস্যার প্রকৃতি, আলোচিত সমস্যার সমাধান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা কাঠামো বুঝতে সহায়তা করে। প্রথম পদক্ষেপটি আমাদের আলোচিত সমস্যার বিকল্প কোনো সমাধান দেয় না; বরং ভাষা-ক্রীড়া সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করে তোলে। জনদর্শনের ভাষাগত পদক্ষেপে মূলত যুক্তি চিন্তনের আদান-প্রদান হয়। যুক্তিচিন্তনের আদান-প্রদান মূলত যুক্তি প্রক্রিয়ার অনুশীলন (practices of argumentation) যা আসলে অংশগ্রহণমূলক ও কৌশলগত। এক্ষেত্রে যুক্তি, অলঙ্কার, উপস্থাপন-দক্ষতা, ও প্ররোচনার ক্ষমতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা আলোচিত সমস্যা নিয়ে তাদের যুক্তি-চিন্তন ব্যবহার করে সেখানে থাকে তাদের বুদ্ধি, যুক্তিবোধ, ও কৌশল প্রয়োগের দক্ষতা। আমরা ভিটগেনস্টাইন, অস্টিনকে ভাষা-ক্রীড়া নিয়ে আলোচনা করতে দেখি। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যুক্তি প্রক্রিয়ার ব্যবহার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেছেন টেরেন্স বল, ফুকো, কুইনটিন স্কিনার, স্টিফেন টুলমিন প্রমুখ। এটা হলো জনদর্শনের অনুশীলনমূলক কাঠামো। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে জনদার্শনিক কারা?

সমাজ-গণতন্ত্রী তাত্ত্বিকগণ উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক অনুশীলন নিয়ে রাজনৈতিক দর্শনের পরিসরকে বিস্তৃত করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ও নব-উপনিবেশবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার চালিকাশক্তি মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ভোগ, বণ্টন, শ্রমমূল্য, ন্যায়পরতা, অংশীদারীত্ব প্রভৃতি প্রাত্যহিক বহুমুখী সমস্যার আলোচনা হয় এখানে। রাজনৈতিক দর্শনের সমকালীন বিস্তৃত ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন উইলিয়াম এ গ্যালস্টোন, মিশেল স্যান্ডেল, মার্থা নুসবম, অমর্ত্য সেন, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ। পরিবেশ দার্শনিকগণ পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্কের ধারণাগত বিশ্লেষণের উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। পিটার সিঙ্গার, বন্দনা শিবা হলেন এ ধারার জনদার্শনিক। অতি সাম্প্রতিককালে নারীবাদী রাজনৈতিক ও আইন দার্শনিকগণ নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা ও স্বাধীনতার অপর্যাপ্ততা নিয়ে আলোচনা করেছেন। হানাহ আরেন্ট, প্যাট্রিসিয়া হিল কলিন্স, পামেলা সু এন্ডারসন, ন্যান্সি বয়ার, জেন এডাম্স, জুডিহুইপ্স প্রমুখ এ ধারার জনদার্শনিক। সমকালীন কয়েকজন দার্শনিক, বুদ্ধিজীবী, ও সমাজ-চিন্তকের চিন্তায় জনদর্শনের প্রতিফলন দেখা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নোয়াম চমস্কি, মিশেল ফুকো, জারগেন হ্যাবারমাস, রিচার্ড রর্টি, জেমস তুলি, আয়ান র‍্যান্ড, স্লাভোজ জিজেক প্রমুখ।

বাংলাদেশে জনদর্শন চর্চার অভিমুখ

দর্শনের সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ়। গতি ও কর্মময় এ জগতে মানুষের উপস্থিতি ও স্থিতি, কর্মকুশলতা ও ক্রিয়া এবং পদচারণা ও পরিণতি প্রভৃতির বিশ্লেষণমূলক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস থেকেই উৎপত্তি হয় দর্শনের। আবার দর্শনের চর্চাই নির্ধারণ করে দেয় মানুষের গতিধারা। দর্শন সর্বতোভাবে জীবনমুখী। জীবনের বহুমুখী সমস্যার সমাধান এবং সকল আবিষ্কৃত মৌলিক তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের পথনির্দেশ করাই হলো দর্শনের কাজ। বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ভিত্তি রচিত হয়েছে উপমহাদেশীয় দার্শনিক চিন্তার ধারাবাহিকতায়। এখানে দর্শনকে বিবেচনা করা হয়েছে ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে। 'জীবন, দর্শন ও ধর্ম কোন কিছুই আলাদা নয়, এখানে জীবনের প্রয়োজনে যা কিছু কর্ষিত ও অনুশীলিত, সবই জীবনের অন্তর্ভুক্ত। ... [এখানে] জীবন থেকে জীবনের সাধনার বিষয়মমূহকে– ধর্ম, দর্শন, কাব্য, শিল্পকলা ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি '(রশীদুল আলম, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮৯)। কিন্তু এ উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ও শাসন-শোষণ এখানকার নিজস্ব চিন্তা-ধারার গতিপক্ষ পরিবর্তন করে দেয় এবং ব্যাহত করে। দর্শন হয়ে পড়ে পাশ্চাত্যের মতো তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয়, জীবনবিমুখ। অধিকন্তু, জনসাধারণের মধ্যে

দর্শনের পঠন-পাঠন, চর্চা ও ব্যবহার নিয়ে বিরূপ ধারণার তৈরি হয়। দর্শনের ব্যাপক চর্চা, জনসমস্যা সমাধানে এর যথাযথ ব্যবহার এ বিরূপ ধারণা দূর করতে সহায়ক হবে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দর্শন হতে হবে জীবনধর্মী; জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা অতিকথন হবে না যে, সমকালে বাংলাদেশের মানুষের যাপিত-জীবন ধারার আলোকে দর্শন চর্চা করেছেন শহীদ দার্শনিক জি সি দেব। দেব তাঁর দর্শনের নাম দিয়েছেন synthetic philosophy বা সমন্বয়ধর্মী দর্শন। তাঁর দর্শন চিন্তায় বাঙালি দর্শনের চিরায়ত সমন্বয়ধর্মী গতিধারা প্রতিফলিত হয়েছে। জনদর্শন এরকম একটি সমন্বয়ধর্মী দর্শন ধারা যেখানে বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানে অংশীজনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাজ একটি অখণ্ড সত্তা। সমাজের প্রতিটি অংশ এক 'অদৃশ্য টান' এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এখানে একটি ক্ষেত্র সমস্যাযুক্ত থাকবে, অন্য একটি জায়গা সমস্যাহীন নির্জলা থাকবে তা হয় না। তাই পুরো সমাজকে সংস্কার করে একটি নতুন পরিকাঠামো দেওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ সমাজটার একটা নতুন রূপান্তর দরকার। কিন্তু সে রূপান্তর কিভাবে ঘটবে? এখানেই জনদর্শনের আশাবাদের জায়গা। একটি সমাজ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে তার সদস্যদের উপর। একটি সমাজের জনমানুষের সম্পৃক্ততা বাদ দিয়ে, উপেক্ষা করে বা অবহেলা করে কোনো সংস্কার বাস্তবমুখী বা ইতিবাচক হতে পারে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন জনদর্শন চর্চা। অধিকন্তু সমাজ সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার প্রয়োজন। জনদর্শন জন সম্পর্কিত চিন্তার ক্ষেত্রে এই শৃঙ্খলার ভিত্তি তৈরি করে দেয় এবং সার্বক্ষণিক পথ-নির্দেশকের কাজ করে। ফলে একটি দেশের বা সমাজের বা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন দর্শন সহজেই সফল হতে পারে।

জনদর্শন অভিজ্ঞতার স্পষ্টতার সাথে সম্পর্কিত, এখানে আছে চিন্তার সংশ্লিষ্টতা, যুক্তির স্বাভাবিকতা ও প্রকাশের সরলতা। বাংলাদেশের সমকালীন প্রেক্ষাপটে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, পরিবেশগত, সর্বোপরি জীবন মানের অগ্রগতির পথে সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন জনদর্শন চর্চা। সাম্প্রতিককালে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আপাত কিছু সফলতা দৃশ্যমান হলেও আমরা অনেক গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছি। এ প্রতিবন্ধকতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা, শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থতা, সাম্প্রতিক জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ, ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, পরিবেশ-বিপর্যয়, চিকিৎসাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্পদের স্বল্পতা, আয় ও সুযোগের বৈষম্য, অগোছালো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, তরুণ প্রজন্মের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব, অসংগঠিত বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণি, ধর্মের ভ্রান্ত

ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা ও বিরোধিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি বেপরোয়া শ্রেণি প্রভৃতি। এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা যা হবে যৌক্তিক, টেকসই ও সুদূরপ্রসারী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে আমরা সাময়িক সমাধান পাইনি তা নয়। তবে আমরা যেসব ক্ষেত্রে সমাধান পেয়েছি তা প্রায়শই কিছুকাল পরে অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছে। এর কারণ, আমরা কোনো সমস্যার সাময়িক সমাধান বের করতে গিয়ে বিষয়টিকে মৌলিক জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি, যুক্তির চেয়ে আবেগকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছি। সুতরাং ফলাফল টেকসই হয়নি।

বাংলাদেশের সমকালীন উন্নতি দৃশ্যমান; বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন। কিন্তু এ উন্নয়নকে অগ্রগতি বলে চিহ্নিত করা যায় কিনা বা তা টেকসই কিনা এ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণের সুযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির সূচক ঊর্ধ্বমুখী করলেও সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি হয়েছে কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানদণ্ডে আমরা উপরের দিকে উঠলেও আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়েছে। আমাদের উন্নতি বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ, ভবিষ্যতের আলোকিত পথ হিসেবে আমাদের অগ্রগতি তেমন একটা হয়নি। অর্থাৎ আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা যেমন ব্যবহারিক তেমনি তাত্ত্বিক। আমরা যে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে দ্রুত সমাধান চাই, এবং ব্যবহারিক আপাত সমাধান করেও ফেলি। কিন্তু একটি সমস্যা ও তার সমাধানের যে একটি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে তা আমরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করি। কোনো সমস্যা বা তার সমাধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার চর্চাটাই আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। ফলে আমাদের অধিকাংশ উন্নয়নই টেকসই হয় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একটি কার্যকর পন্থা হলো জনদর্শন চর্চা।

সাম্প্রতিককালে 'টেকসই উন্নয়ন' শব্দযুগল অতি গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হচ্ছে। এমনকি বিশ্ব সম্প্রদায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রাকে সম্প্রসারিত করলো টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নামে। যে কোনো উন্নয়ন টেকসই হতে হলে দর্শন-মানস সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। কারণ, যুক্তি-কাঠামোর ভিত্তি ও অংশীজনের অংশগ্রহণ ব্যতীত তা হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য প্রয়োজন জনদর্শন চর্চা। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের শাসন-কাঠামোর আওতায় সর্বস্তরে সংবেদনশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। শান্তি, ন্যায়বিচার ও সকল স্তরে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এর শর্ত। এজন্য প্রয়োজন দর্শনের তাত্ত্বিক বলয়ের সাথে সম্পৃক্ত citizen activism বা নাগরিক সক্রিয়তা। প্রাত্যহিক নাগরিক

জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান তখনই ফলপ্রসূ ও টেকসই হবে যখন স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট জনমানুষ শুধু সমস্যার সমাধান ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রাকল্পিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরীবীক্ষণেও সম্পৃক্ত হয়। জনদর্শন চর্চার অংশ হিসেবে স্থানীয় অংশীজনের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ গ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় আলোচিত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। তাহলে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, জনদর্শন চর্চার জন্য এতো পেশাজীবী দার্শনিক কোথায় পাওয়া যাবে? এজন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে শিক্ষার সকল স্তরে যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

জনদর্শন টেকসই উন্নয়ন কৌশলের জন্য বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য জনকল্যাণ, প্রতিবেশ সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু জন সম্পৃক্ততা ব্যতীত এর কোনটিই সম্ভব নয়। মানুষ যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সে তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে, অনিশ্চয়তার সম্ভাবনাকে এড়াতে চায়, এবং ঘটনার যৌক্তিক ফলাফল জানতে চায়। তবে সকল ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া যৌক্তিক নাও হতে পারে। জনসম্পৃক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে একজন দার্শনিক এই যৌক্তিক কাঠামোর ভিত্তিটি তৈরি করে দিতে পারেন। জনদর্শন ব্যাপক পরিসরে দর্শন চর্চার একটি সুযোগ তৈরি করে এবং সর্বজনবিদিত বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকে। আবার জনসাধারণকেও দর্শনের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। দর্শন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক কথোপকথনের (social dialogue) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এক ধরনের মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে জনদর্শন হয়ে ওঠে একটি সবিচারমূলক সামাজিক ও জনমুখী চর্চার বিষয়। সমকালীন নানামুখী সঙ্কটের ফলে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষের ভাগ্য মূলত যূথবদ্ধতায় আবর্তিত হয়। মানবসমাজ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, আপন-পর মিলেই মানবসমাজ। মানবসমাজ একক অর্থনীতি, বিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা, স্বতন্ত্রভাবে ভাল থাকা – এভাবে চলতে পারে না। তাই মানুষের অসহায়ত্বের তীব্রতা দূর করার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানগত ও সম্মিলিত প্রয়াস। জনদর্শন এক্ষেত্রে একটি সমকালীন প্রচেষ্টা। এ ধারার দর্শন জনমানুষকে তাদের যাপিত জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং ভাবতে প্ররোচিত করে। বাংলাদেশের মতো সঙ্কটপূর্ণ একটি দেশে জনদর্শন চর্চা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল নিয়ে আসতে পারে। জনমানুষের দার্শনিক সম্পৃক্ততা যে কোনো বিচার্যবিষয় (issue) নিয়ে আলোচনার জন্য 'গণতান্ত্রিক আবহ' (democratic space) তৈরি করতে পারে, 'জনকল্যাণের জন্য দার্শনিক

অনুসন্ধান'- এ সত্যটি বাস্তবায়ন করতে পারে, এবং দর্শন চর্চার অবাধ সুযোগ তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দর্শন, যথা: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা, বাস্তবায়নের জন্য জনদর্শন একটি যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

ঘোষ, রমেন্দ্রনাথ। (২০০৪)। *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ।

রশীদুল আলম। (১৯৮৯)। "আর্থ-সামাজিক দর্শন ও বাংলাদেশ" (প্রবন্ধটি "বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও দর্শনের ভূমিকা" শিরোনামে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছে)। ভুক্তি: শরীফ হারুন (সম্পা.)। ১৯৯৪। *বাংলাদেশ দর্শন: ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩০১–৩০৯।

রশীদুল আলম। (১৯৯৯)। "দর্শনের আলো ও বাংলাদেশের দার্শনিক ভবিষ্যৎ"। শরীফ হারুন (সম্পা.)। *বাংলাদেশ দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৫৮৫–৫৯৮।

Barris, J. (2014). "The Nature and Possibility of Public Philosophy". *Essays in Philosophy*, Vol. 15, Issue 1, pp. 5–18.

Blitz, M. (1998). "Public Philosophy". *The Good Society*, Vol. 8, No. 1, pp. 13–15.

Caird, J. (2002). *An Introduction to the Philosophy of Religion*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Chomsky, N. (1968). "Philosophers and Public Philosophy". *Ethics*, Vol. 79, Issue 1, pp. 1–9.

Davis, A. Y. (2003). *Are Prisons Obsolete?* New York: Seven Stories Press.

Galston, W. A. (1998). "A Public Philosophy for the 21st Century". *The Responsive Community*, Vol.8, Issue. 3, pp. 18–36.

Marx, K. & Engels, F. (1969). *Selected Works*. Vol. 1, Moscow: Progress Publishers.

Sandel, M. J. (2005). *Public Philosophy: Essays on Morality in Politics.* Harvard: Harvard University Press.

Sandel, M. J. (2010). *Justice: What's the Right Thing to Do?* London: Penguin Books.

Shiva, V. (2002). *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*. London: Pluto Press.

Singer, P. & Mason, J. (2006). *The Ethics of What We Eat: Why Our Food Choices Matter*. Pennsylvania: Rodale Books.

Tully, J. (2008). *Public Philosophy in a New Key*. Cambridge: Cambridge University Press.

Vaidya, A. J. (2015). "Public Philosophy: Cross-Cultural and Multi-Disciplinary". *Comparative Philosophy*, Vol. 6, No. 2, pp. 35–57.

Weinstein, J. R. (2014 (a)). "Public Philosophy: Introduction". *Essays in Philosophy*, Vol. 15, Issue 1, pp. 1–4.

Weinstein, J. R. (2014 (b)). "What does Public Philosophy Do? (Hint: It Does Not Make Better Citizens)". *Essays in Philosophy*, Vol. 15, Issue 1, pp. 33–57.